যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ......

শিক্ষামন্ত্রীর হতাশা দূর করবে ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড

২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বি জি এম ই ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন ডিজাইন উদ্বোধনকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আক্ষেপ করে বলেন, বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষায় পড়াশোনা করে মাত্র চার শতাংশ শিক্ষার্থী। নারী ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষজনসম্পন্ন করে গড়ে তোলার ধারায় নিতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। ডিপ্লোমা শিক্ষায় ব্যয় মাত্র ২ শতাংশ। শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করা, যাতে তারা আধুনিক বাংলাদেশ তৈরি করতে পারে। প্রচলিত শিক্ষা দিয়ে নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলা যাবে না।

বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে ঔপনিবেশিক আমলের ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি করার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড, নার্সিং কাউন্সিল, ফার্মেসি কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির কাছে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম ন্যস্ত করে। ভিন্নমতাবলম্বী সাতটি প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ ৩/৬/৯ মাস ১/২/৩/৪ বছর। আন্তর্জাতিক মানের কোনো সিলেবাস প্রণয়ন করেনি। ডিপ্লোমাধারীদের শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, ক্লিনিকের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ দেয়া হয় না। এসব কারণে মেধাবী, উচ্চবংশের ছেলেমেয়েরা ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় না। উন্নত বিশ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয় দ্বীপ, উপকূল, হাওর-বাঁওর, বরেন্দ্র, সীমান্তবর্তী উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রামে। কম মেধাবী, প্রতিবন্ধী দরিদ্র ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বসে ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ করে। এলাকায় শিল্প কারখানা, খামার, হাসপাতাল-ক্লিনিক গড়ে তোলে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সাতটি প্রতিষ্ঠান ঢাকায় ভাড়া করা বাড়ির অলিগলিতে অবস্থিত। শিক্ষামন্ত্রীর হতাশা দূর করতে হলে আজ থেকে ৭০ বছর আগে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পৃথক করে প্রশাসনিক বিভাগে স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ
চকবাজার, চট্টগ্রাম